নামুখী
তাদের
রণিক
ন, এ
র মূল
ৎসবে
করে।
নাটক
নেত্রী
কারী
ন্তার

জনপ্রিয়তা কতটুকু, বছরজুড়ে নাটকের সংখ্যা, দর্শকপ্রিয়তা, ভাল কাজের কমিটমেন্ট, নির্মাতাদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা আর সরশেষ স্পন্সর ভ্যালু নির্ধারণ করে দেয় কে কত জনপ্রিয়। সত্যিকার অর্থে নির্দিষ্ট মাপকাঠি না থাকলেও নানামূল্য বিচারে এ ধরনের একটি পরোক্ষ তালিকা সবার কাছে তৈরি হয়ে যায়। যে তালিকার সূত্র ধরেই বিচার বিশ্লেষণ করে বাজার মূল্যে

দুই অভিনেত্রী শুধুমাত্র বৈচিত্র্য সন্ধানী নন বরং নিজেদের অভিনয় ক্ষমতাকে ছড়িয়ে দিতে চান অনেক বেশি।
এই ধারাতে নির্ভরযোগ্য নাম হিসেবে আলোচিত হয় রিচি সোলায়মান এবং অপি করিমের নাম। যদিও বর্তমানে অপি করিম জনপ্রিয়তার সেই ধারা যথার্থভাবে রক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু সেই শূন্যস্থান পূরণ করতে এগিয়ে

জয়, লিটু আনাম, হিল্লোল, তৌকির আহসান, শাহেদ সহ অন্যান্যরা একইরকমভাবে নাদিয়া, প্রভা, রুনা খানসহ অন্যান্যরাও নিজ নিজ অবস্থানে গড়ে তুলেছেন জনপ্রিয়তার মূল্য। ঈদের টিভি নাটকে চ্যানেল কর্তারা আর স্পন্সর কোম্পানিগুলোর কর্তাব্যক্তিরা এই জনপ্রিয়তার ধারামূল্যই বিচার করেই নির্ধারণ করেন নাটকের ভাগ্যগুণ।

সংগঠন বাংলাদেশ ফিল্ম ক্লাব লিঃ এর সাধারণ সভা ও নির্বাচন সম্পন্ন হয় গতকাল বুধবার। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন এর চত্বরে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কেএমআর মঞ্জুর ও ওস্তাদ জাহাঙ্গীর আলম। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নির্বাচনে জয়-পরাজয়ের কোন ফলাফল জানা যায়নি।

দরকার তার
অভিমানী মে
হারিয়েছি
লাগবে। যা
কাজ কি রক
ভীড়ে এই ছ
বলেন, 'বছর
পেয়েছিল।
পরিচালনায়
পানি' ছবি দু
আসবে সেগু
গার্মেন্টস বন্য
দরিয়া পাড়ের
রহমান বলেন
মাঝে আর নে
আল-মামুন ও
সমাপ্ত করার উ
পাচ্ছে। কিন্তু
আবদুল্লাহ্‌ আ
নির্মাণের উপর
থাকাটা অস্বাভা
২৯ তারিখ নতু
দু'বছর প্রতীক্ষা
করেছেন ফেরমে
আর সঙ্গীত পরি

প্রবাসে বাংলা গানের পাখি অমিয়া মতিন

বিনোদন ডেস্ক ॥ বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন পরিচালক প্রয়াত নূরুল হুদা এবং মা প্রয়াত মিসেস রাবেয়া হুদার সুযোগ্য কন্যা আমিয়া মতিন। ছোটবেলা থেকেই তিনি সংগীতের প্রতি অনুরাগী ছিলেন এবং মাত্র ৪-৫ বছর বয়সেই অবিকল অভিন্ন সুরে গান গাইতে পারতেন। অমিয়া প্রথমে ঢাকার সংগীত শিক্ষালয় নজরুল পরিষদ এবং পরে সঙ্গীত ভবনে নজরুলগীতি এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের কোর্স সমাপ্ত করেন। এছাড়া তিনি আধুনিক বাংলাসহ অন্যান্য ধরনের গানও করে থাকেন। বিদেশে থাকাকালীন অবস্থায় অমিয়া নরওয়ে, জার্মানী এবং আমেরিকার বিভিন্ন শহরে সংগীত পরিবেশন করেছেন। ১৯৯৬ সাল থেকে তিনি স্থায়ীভাবে অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করেছেন। এ বছর অমিয়া মতিনের ৩টি প্রকাশিত এ্যালবাম প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। ১ম এ্যালবামটি সাজানো হয়েছে জনপ্রিয় গীতিকার এবং সংগীত পরিচালক শেখ সাদী খানের সুরে বিভিন্ন গীতিকারের লেখা কিছু গান নিয়ে। ২য়টি বাসু দেবেরে সুরে ৩য়টি হারানো দিনের জনপ্রিয় কিছু গান নিয়ে। এর আগে অমিয়া মতিনের গাওয়া আরো ৫টি সিডি বেরিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় তিনি একটি ব্যাংকে একাউনটেন্ট হিসেবে কর্মরত থেকে বাংলা সংস্কৃতিকে আকড়ে ধরে রেখেছেন। একুশে একাডেমী নামে একটি সংগঠনের সমস্ত প্রকার গান নির্বাচনসহ অন্যান্য শিল্পীদের প্র্যাক্টিস করানো এবং লিডিং দেয়ার দায়িত্ব তিনিই পালন করে।

আগু
কি

বিনোদন রিপো
শুরুতে জনপ্রিয়
একটি নতুন গানে
প্রকাশিত হতে যা
পেয়েছিল' নামে প
থাকা অ্যালবামটি
একক। ১০টি গ
অ্যালবামের গান
আগুন, রাজীব
বকুল, মোস্তফা স
চৌধুরী। সফট মে
গানগুলোর সুর
ইবরার টিপু, উজ্জ্বল
ফা সরোয়ার।
কোম্পানি থেকে
অ্যালবামটি প্রকাশ প
কোনও সময়ে এটি প্র

য় তারকা ডিপজল

সরকারের শাসনামলে
নিয়ে গত সোমবার
প্রয়োজনা সংস্থার
এর মুখোমুখি হন।
কোনো অভিযোগ
বাহিনী আপনাকে

ধার অজুহাতে।
অস্ত্রের বৈধতা ছিল।
যটি সাজানো ছিল?
ছিল। কারণ আমি
সরকারের ঘোষণা
থানায় জমা দিই।
রের সব কাগজপত্র
নিরীক্ষা করে রাষ্ট্রীয়
পরবর্তীতে তারা
ক্রয়কৃত টুটু বোর
যায়। তারপর
বাড়ি তল্লাশি চালায়।
বৈধ কাগজপত্রসহ ঐ
জনক হলো, তারা
জপত্র গোপন করে
মামলায় ফাঁসিয়ে।

গ্রহণের পর আপনি
অনেকে মনে
দেশে পালিয়েছেন।

তই ছিলাম। যখন
শুরু হয়েছে, তাই
রতে আত্মগোপনের

হলো কিভাবে?
কোরবানির ঈদের

দিন আমাকে গ্রেফতার করে। শ্যামলীর আদাবর এলাকার একটি বাসায় ছিলাম। বিকেলে নামাজ পড়ছি। এমন সময় দরজা নক করার শব্দ শুনলাম। কিছুক্ষণ পর দরজা খুললাম, দেখলাম কয়েকজন অপরিচিত ব্যক্তি আমাকে ঘিরে ধরলো। তারপর বলল, আমরা আইন-শৃংখলা বাহিনীর লোক। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। পরে সবাই র‌্যাবের পোশাক পরলো। বাসার নিচেও র‌্যাবের গাড়ি ছিল। এরপর তারা আমাকে নিয়ে গেল।

গ্রেফতারের পর আপনার বিরুদ্ধে মোট ক'টি মামলা দেয়া হয় এবং মামলাগুলো কি কি?
ডিপজল : মোট ৫টি মামলা দেয়। ১টি চাঁদাবাজি, ২টি অস্ত্র মামলা, ১টি আয়কর ফাঁকি এবং ১টি দু'দকের মামলা।
বর্তমানে মামলাগুলোর কি অবস্থা?
ডিপজল : এর মধ্যে চাঁদাবাজি মামলায় বেকসুর খালাস। দুটি অস্ত্র মামলায়ও বেকসুর খালাস। অস্ত্র মামলার রায়ের বিরুদ্ধে সরকার আপিল করেও টিকেনি। বরঞ্চ অস্ত্র মামলায় সব বৈধ কাগজপত্র দেখানোর পর হাইকোর্টের বিচারক নিম্ন আদালতের বিচারককে ভর্ৎসনা করে। কারণ কাগজপত্র যাচাই-বাছাই না করেই জেল দেয়।
বিভিন্ন মামলায় আপনার ৪১ বছর এবং আপনার স্ত্রীর ৭ বছর জেল হয়। আপনার স্ত্রীকে কি অপরাধে গ্রেফতার করা হয়?
ডিপজল : আমার স্ত্রীর অপরাধ অস্ত্র রাখার আলমারির চাবি তার কাছে কেন ছিল। তো আমার প্রশ্ন, বাড়ির আলমারির চাবি স্ত্রীর কাছে থাকবে না, তো কি দারোয়ানের কাছে থাকবে? আমরা যদ্দুর জানি আপনার নিরীহ বড় ভাই আফজালকে গ্রেফতার করে নির্যাতন করা হয়েছে।

ডিপজল : ঠিকই শুনেছেন। আমার বড় ভাই আফজাল এতই মাটির মানুষ যে, সাদা মানুষ হিসেবে যদি পুরস্কার দেয়া হয় তাহলে শুধু বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর মধ্যে যদি কোনো সাদা মানুষের পুরস্কার দেয়া হয় তাহলে আমার বড় ভাইয়ের প্রাপ্য হবে। যে ভাই গাবতলী এবং কল্যাণপুর এলাকা ছাড়া চেনে না। তাকে যদি বসুন্ধরা মার্কেটে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে একা বাসায় ফিরতে পারবে না। যে ভাইয়ের স্ত্রী, সন্তানদের পোশাক-আশাক ছোট ভাই হয়ে আমাকে কিনে দিতে হয় সেই ভাই কি করে সন্ত্রাসী হয়? অথচ তাকে সন্ত্রাসী বলে নির্যাতন করা হয়। আসলে আমরা তখন এমন দেশে বাস করছিলাম, যা মধ্যযুগের বর্বরতাকেও হার মানায়।
আপনার পুরো পরিবার যখন যৌথবাহিনীর হাতে গ্রেফতার, সে সময় আপনার নাবালক তিন সন্তান কোথায় কি অবস্থায় ছিল?
ডিপজল : বানভাসি মানুষের মতো অবস্থা ছিল সন্তানদের। সোনার চামচ মুখে নিয়ে যাদের জন্ম তাদেরকে অভিভাবকহীন করা হয়। একজন বাবা হয়ে তা আমাকে সহ্য করতে হয়। কোনো সভ্য দেশের মানুষ এমনটি করতে পারে তা আমার বিশ্বাস হয় না। অথচ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় আমার নিষ্পাপ নাবালক সন্তানদের পিতৃ-মাতৃ স্নেহ থেকে বঞ্চিত করা হয়। অপরাধ যদি করি তাহলে আমি করেছিলাম, আমার স্ত্রী তো করেনি। আমার সন্তানদের কেন মাতৃস্নেহ থেকে দূরে রাখা হলো? আমরা ক্ষমা করলেও, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না।
৩টি মামলায় বেকসুর খালাস পেয়েছেন। কিন্তু আরও ২টি মামলা আয়কর ফাঁকি এবং দুদকের মামলা রয়েছে। ঐ মামলাগুলোর কি অবস্থা?
ডিপজল : এসব মামলার ভিত্তি কি তা সবাই ভালো করেই জানেন। আমি ১৮ বছর বয়স থেকে আয়কর দিয়ে আসছি। সর্বশেষ গত বছর অর্থাৎ ২০০৮ সাল পর্যন্ত আমার সমস্ত আয়কর ক্লিয়ার। এরপর আমাকে যদি বলা হয় আয়কর ফাঁকি দিয়েছি তাহলে বলার কিছু নেই। আমার জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে সরকার তো নয়, দেশের ১৫ কোটি মানুষের মধ্যে কোনো ব্যক্তি

একটা পয়সা পাবে না। আমার কোনো লোন নেই। এমনকি আমার অন্য ভাই-বোনেরও কোনো লোন নেই। অথচ আমাকে দুর্নীতিবাজ বলা হল। যদি ২/৪ হাজার টাকা কারো কাছ থেকে খেতাম তাহলে বলতে পারতো। শুধু ঢাকা শহরে নয়, বাংলাদেশের কোনো থানায় আমার বিরুদ্ধে একটা জিডি পর্যন্ত পাবেন না। অথচ আমাকে দুদক দুর্নীতিবাজের তালিকায় লিপিবদ্ধ করলো। কি অদ্ভুত প্রশাসন! সরকারের যদি সদিচ্ছা থাকতো তাহলে বলতে পারতো, গত বছর যারা আয়কর দিয়েছেন এ বছর তারা ৫০% বাড়িয়ে দিবেন। এর জন্য তো এত ধড়পাকড় দরকার হয় না। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বাড়ি রেইড দেয়ার প্রয়োজন ছিল না। গ্রেফতারের পর আপনি তো টিভি ক্যামেরার সামনে বলেছিলেন, একটা লোক যদি আমাকে সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করতে পারে আমি স্বেচ্ছায় ফাঁসি নিবো।
ডিপজল : হ্যাঁ, একথা আমি এখনো বলছি। বাংলাদেশের কোথাও বিন্দুমাত্র সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি করেছি প্রমাণ দিতে পারলে নিজেই ফাঁসি নিবো। জেলখানায় তো দীর্ঘদিন ছিলেন। সেখানে আপনার সময় কাটতো কিভাবে?
ডিপজল : বেশিরভাগ সময় আমি গল্প লিখেছি। প্রায় ৪০টির মত ছবির গল্প লিখেছি। যার দুটি গল্পের ছবির শুটিং চলতি মাসেই শুরু হচ্ছে। জেলখানায় চলচ্চিত্রের অনেক তারকা আপনাকে দেখতে গিয়েছেন। এক সময় কয়েকটি মিডিয়া আপনার ও জেলারের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালিয়েছিল এ বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কি?
ডিপজল : আমি চলচ্চিত্রের সব শাখাতে জড়িত, যেমন- অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক ও প্রদর্শক। কাজেই জেলখানায় আমার শুভাকাঙ্ক্ষীরা দেখতে যেতেই পারে। নিয়মমাফিক দর্শনার্থী এসেছে। এ নিয়ে কয়েকটি মিডিয়া নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছে ঠিকই। তবে আমি বলবো, তাদের কাজ তারা করেছে। ছোটবেলায় পড়েছিলাম, তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন!

নতুন দু

বিনোদন রিপোর্ট ॥ শি
নয়, শিশুতোষ চলচ্চিত্র
দিক বিবেচনা করে
আয়োজন করা হয়।
আগামী ২৩ জানুয়ারি
উদ্বোধনী প্রদর্শনী হবে
ও গোলাম রাব্বানী
সহযোগিতায়। মোরশে
উঠেছে সমাজের অব
বিপ-ব পরিচালিত সহয
একা চলে। আর এসব
হওয়া উচিত তা নিয়েই
হবে আগামী ২৬ ডিসেম্ব
চিত্রায়ন হবে। ছবি দুটি
এবারের উৎসবে বিশ্বে
ঢাকার ১২টি ভেন্যুতে
গণগ্রন্থাগারের শওকত
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
এ উৎসবে থাকবে পূর্ণ
অ্যানিমেটেড ছবি।